জিপিএস ও একুশে একাডেমির পূনর্মিলনী

আনিসুর রহমান

জিপিএস বা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের ব্যবহার প্রথম দেখেছিলাম জনাব স্বপন পালের গাড়িতে। ২০০৬ সালের জানুয়ারী মাসে। একুশে একাডেমির প্রস্তাবিত শহীদ মিনারের জন্য বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর দান, দশ হাজার ডলারের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে, ক্যানবেরা যাবার পথে। স্বপন পাল গাড়ি চালাচ্ছেন অন্যদের সাথে আমিও সহযাত্রী। প্রথম দর্শনে প্রেম বলতে যা বোঝায় জিপিএস দেখার পরে আমারও তাই হয়েছিল। টেকনোলজির কি অপূর্ব প্রয়োগ। ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটে চলেছে আর বিশ হাজার কিলোমিটার ওপর থেকে ৩১ টি সেটেলাইট আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে - সিডনী থেকে ক্যানবেরা। গন্তব্য - বাংলাদেশ দূতাবাস। সেই থেকে মাথার মধ্যে ঘুরছিলো কবে এ জিনিস কিনবো। শেষ পর্যন্ত কেনা হলো - প্রায় আড়াই বছর পর। কেনা তো হলো কিন্তু এটা নিয়ে যাবো কোথায়! সিডনীরতো মোটামুটি সবই চেনা। অবশেষে গত ১লা জুন এলো সেই শুভদিন। একুশে একাডেমির বই মেলাউত্তর পূনর্মিলনী - ৪৫ বেলমোর স্ট্রীট, বারউড। এখানে আগে কখনো যাইনি। এবার জিপিএস ব্যবহার করা যাবে। বলতে বাধা নেই মনে মনে বেশ খুশি হয়ে উঠেছিলাম। একুশে একাডেমীর অনুষ্ঠানে যাবার পথে জীবনে প্রথম জিপিএস দেখেছি এতদিন পর সেই একুশের অনুষ্ঠানে যাবার পথে জীবনে প্রথম জিপিএস ব্যবাহার করছি। বেশ অদ্ভূত যোগাযোগ! বই মেলায় প্রায় প্রতি বছর বৃষ্টি হয় বলে একবার লিখেছিলাম বৃষ্টির সাথে একুশে একাডেমির একটা সম্পর্ক আছে। আজ মনে হচ্ছে সম্পর্কটা সম্ভবতঃ আকাশের সাথে। বৃষ্টি, সেটেলাইট সবইতো ওখানে। হলে ঢোকার পথে দেখা হয়ে গেল জনাব নেহাল বারি'র সাথে। তিনি হেসে বললেন দেখেছেন আজকেও বৃষ্টি হচ্ছে।

গত ১৭ই মে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়ার রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে জনাব গামা অব্দুল কাদির একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হতে দেড়ি হচ্ছে দেখে কেউ একজন প্রশ্ন করলেন কি ভাই আপনাদের অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে? খুব দ্রুত উত্তর এলো - অনুষ্ঠানতো সঠিক সময়েই শুরু হয়েছে। এই যে আড্ডা দিচ্ছেন এটাও তো অনুষ্ঠানের অংশ। সেই হিসাবে বলতেই হবে একুশে একাডেমির অনুষ্ঠান সঠিক সময়ে শুরু হয়েছে। তবে পারিবারিক দায়িত্বের টানে সামাজিক দায়িত্বে সচেতন একদল নিবেদিত মানুষের সঙ্গ ছেড়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবার আগেই আমাকে চলে

আসতে হয়েছিল। তাই এ রিপোর্টের বাকী অংশ বাধ্য হয়েই একাডেমীর প্রেস রিলিজ থেকে নিতে হয়েছে।

একুশে একাডেমির সভাপতি নেহাল নেয়ামুল বারীর সভাপতিত্বে পূনর্মিলনীর আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ড. আব্দুর রাজ্জাক, কামরুল আহসান খান, অজয় দাশগুপ্ত, ড. শামস রহমান, মিজানুর রহমান তরুন, হারুনুর রশীদ আজাদ, ডা. আব্দুল ওয়াহাব, রহমত উল্লাহ, শাফিন রাশেদ, আব্দুল আজিজ, অমিয়া মতিন, অভিজিৎ বড়ুয়া, ফজলুল বারী, আল নোমান শামীম, রঞ্জিত দাশ, শাহীন মোহাম্মদ আমান উল্লাহ প্রধান প্রমুখ। আল নোমান শামীমের পরিচালনায় আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক আয়োজনে সিডনির বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশ নেন।

মিশুক প্রকাশনীর বইমেলার হাত ধরে একুশে একাডেমির যাত্রা শুরু হয়। এশফিল্ড পার্কে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিস্তম্ভ। এটিই পৃথিবীতে বাঙ্গালির গড়া প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিস্তম্ভ। প্রতি বছর এর পাদদেশেই অনুষ্ঠিত হয় একুশের বইমেলা। এবারের এক দিনের মেলায় ছ'হাজার ডলারের বেশি মূল্যের বই বিক্রি হয়েছে। কিন্তু এখন আর এ্যাশফিল্ডের ছোট পার্কটিতে কুলোচ্ছে না। আশেপাশে গাড়ি পার্কিংএর জায়গা কম থাকাতে অনেকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ্যাশফিল্ডের মেলায় যেতে পারেন না। এরজন্যে বাংলা একাডেমির বইমেলার মতো সিডনির এই বইমেলারও স্থান পরিবর্তনের দাবি উঠেছে। কিন্তু রবিবারের আলোচনা অনুষ্ঠানে কলামিস্ট, ছড়াকার অজয় দাশগুপ্ত এর বিরোধিতা করে বলেছেন, বাংলা একাডেমির জায়গাটি যত ছোট হোক কেন সেখান থেকে যেমন বইমেলা সরানো যাবে না তেমনি সিডনির মেলাও এ্যাশফিল্ডের হ্যারিটেজ পার্ক থেকে সরাবার সুযোগ নেই। কারন এরসঙ্গে বিশেষ একটি ইতিহাস জড়িত হয়ে গেছে। কারন কারও ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথা মনে করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার বা বাংলা একাডেমির বইমেলার মতো সিডনির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধও এ্যাশফিল্ডের হ্যারিটেজ পার্ক থেকে সরিয়ে নেবার সুযোগ নেই।

আলোচনা অনুষ্ঠানের বক্তারা প্রবাসী বাঙ্গালি পরিবারগুলোর নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখানো, বাঙ্গালির সংস্কৃতি চর্চা বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে বলেন, নতুবা নতুন প্রজন্ম শিকড় বিচ্যুত হবে। ড. আব্দুর রাজ্জাক, কামরুল আহসান খান, ড. শামস রহমান, অজয় দাশগুপ্ত, মিজানুর রহমান তরুন, হারুনুর রশীদ আজাদ, শাফিন রাশেদ প্রমুখ একুশে বইমেলা আর একুশে একাডেমিকে আরও কার্যকর করার নানা পরামর্শ দিয়েছেন। সিডনির আর নানা অনুষ্ঠানের মতো বারউডের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও মধ্যমণি ছিলেন শিল্পী অমিয়া মতিন। তার গানে গানে শ্রোতারা হয়েছেন মন্ত্রমুগ্ধ। অনেকদিন পর সিডনির মঞ্চে শ্রোতাদের প্রাণ ছুঁয়েছে মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী মিজানুর রহমান তরুনের গান। আরও গান গেয়েছেন পিয়াসা বড়ুয়া, পাপিয়া, ছায়া বিশ্বাস, রাজন নন্দী, পাভেল চৌধুরী, শাহীন মোহাম্মদ আমান উল্লাহ প্রধান, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। তবলায় ছিলেন অভিজিৎ বড়ুয়া।